জানুয়ারিতে সেশনজটমুক্ত হচ্ছে ইআবি, গড়ে উঠছে নতুন ধারার শিক্ষাব্যবস্থা

অনলাইন ডেস্ক

ফাইল ছবি

২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে সেশনজটমুক্ত হতে চলেছে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়। এ জন্য খুব অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন বর্ষের বকেয়া পরীক্ষাগুলো গ্রহণ এবং দ্রুত ফল প্রকাশ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক ও সময়োপযোগী বিষয়ের সমন্বয়ে নতুন ধারার শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ করছে বিশ্ববিদ্যালয়টি।

জানা যায়, ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর পরিবর্তনের ছোয়া লাগে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ওই বছরের ১৯ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্ট্যাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. শামছুল আলম। বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর

সেশনজট নিরসন, দ্রুত ফল প্রকাশ, সনদ বিতরণে জটিলতা দূর করা, প্রশাসনিক ও একাডেমিক কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিতসহ বিভিন্ন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করেন নবনিযুক্ত উপাচার্য। তার নেতৃত্বে মাত্র এক বছরেরও কম সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির সনদ বিতরণে বিরাজমান জটিলতা পুরোপুরি নিরসন হয়েছে। একই সঙ্গে সেশনজটও কমেছে।

কর্মকর্তারা বলছেন, আগামী বছরের জানুয়ারি মাসেই পুরোপুরি সেশনজটমুক্ত হবে এ বিশ্ববিদ্যালয়।

ইআবি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর সূত্রে জানা যায়, একটি বিশেষ ‘ক্রাশ প্রগ্রাম’ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ আট বছরের সনদ ও সেশনজট অনেকাংশেই নিরসন হয়েছে। যার ফলে ৬ লাখের বেশি শিক্ষার্থী ধীরে ধীরে পাচ্ছেন মূল সনদ ও নিয়মিত সেশন কাঠামোর স্বস্তি। আর চলতি বছরের বাকি ৪ মাসেই নেওয়া হবে আরো ৩ বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষা।

ফল প্রকাশও করা হবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই।

জানা যায়, ইতিপূর্বে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফল প্রকাশের পুরো প্রক্রিয়াই নির্ভর করত তৃতীয় পক্ষের ওপর। বাইরের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ফল প্রস্তুত ও প্রকাশ করতে হতো, যা সময়সাপেক্ষ ছিল এবং এতে খরচও হতো অনেক বেশি। শুধু তা-ই নয়, ফলাফলের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দীর্ঘদিন ধরে সেই প্রতিষ্ঠানের আশায় বসে থাকতে হতো, ফলে শিক্ষার্থীদের

ভোগান্তি আরো বাড়ত। বর্তমান প্রশাসন নিজস্ব উদ্যোগে ফল প্রকাশের সক্ষমতা তৈরি করেছে।

প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি অবকাঠামো গড়ে তুলে নিজস্ব পরীক্ষণ ও ফল প্রস্তুতি সেল চালু করা হয়েছে। এর ফলে খরচ কমছে, সময় বাঁচছে এবং ফলাফলের স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতাও নিশ্চিত হচ্ছে।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ আলী জানিয়েছেন, উপাচার্যের নেতৃত্বে পরিকল্পিত উদ্যোগ, নতুন ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছ ফল প্রকাশ এবং দ্রুত সনদ বিতরণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়টি ধীরে ধীরে নিজস্ব কার্যক্রমে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে, যা শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় নতুন আশার আলো জোগাচ্ছে।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জানান, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৬ লাখ সনদ ও নম্বরপত্রের কাজ বকেয়া ছিল। ২০১৮ সালের পরীক্ষার্থীরাও মূল সনদ হাতে পায়নি তখনও। খাতা মূল্যায়নকারীদের বকেয়া বিলও বছরের পর বছর ধরে আটকে ছিল। বর্তমান উপাচার্য দায়িত্ব গ্রহণের পর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরে আমূল পরিবর্তন এনেছেন। বিল নিষ্পত্তির জন্য আলাদা সেকশন খোলা হয়েছে। পরীক্ষকরা খাতা মূল্যায়নের টাকা সময়মতো পাচ্ছেন। অনিয়ম ঠেকাতে তৈরি করা হচ্ছে অনলাইনভিত্তিক শিক্ষক ব্যবস্থাপনা তথ্যসিস্টেম। এর মাধ্যমে কোন শিক্ষক কয়টি খাতা মূল্যায়ন করেছেন, কিভাবে কাজ করেছেন–সবই রেকর্ড থাকবে। ফলে অনিয়মের সুযোগ থাকবে না। পরীক্ষকদের পারিশ্রমিকও স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যাংক হিসাবে জমা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, সেশনজট ও সনদজট নিরসনকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছেন উপাচার্য ড. মো. শামছুল আলম। এ জন্য দিন-রাত অক্লান্ত কাজ করে চলেছেন তিনি। ছুটির দিনেও করছেন অফিস। তার নেতৃত্ব ও কার্যকরি পরিকল্পনায় ঘুরে দাঁড়িয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি।

এদিকে সেশনজট নিরসনের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে যুগোপযোগী নতুন নতুন বিষয় চালুর উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামী আইনসহ কর্মমুখী বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জানান, শুধু আলেম নয়, দক্ষ জনবল তৈরি করতে চাই; যারা দেশের জন্য সম্পদ হবে, সমাজ ও রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবে।

সার্বিক বিষয়ে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শামছুল আলম বলেন, গতানুগতিক ধারা ভেঙে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় কর্মমুখী শিক্ষার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা সেশনজট ও সনদজট কমিয়েছি। আশা করছি, ২০২৬ সালের জানুয়ারির পর আর কোনো সেশনজট থাকবে না।

তিনি বলেন, ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক ও সময়োপযোগী বিষয়ের সমন্বয়ে নতুন ধারার শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ করছি। ইসলামী অর্থনীতি, ব্যাংকিং, ফাইন্যান্স, বিজনেস ও মার্কেটিংয়ের মতো বিষয়ে কোর্স চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা দ্বীনি ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে সাজানো হবে।

ইআবি গবেষণাকর্মে দৃষ্টি দিয়েছে উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, বৃহৎ পরিসরে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা আগামীতে অনেকগুলো জার্নাল বের করব। ইতিমধ্যে বেশ কিছু প্রবন্ধ জমা হয়েছে। দেশ-বিদেশের ভালো মানের অনেক গবেষক আমাদের সঙ্গে কাজ করছেন।